অণুমানব

সায়েন্স ফিকশন

অণুমানব

মোশতাক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্রর সুর

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Anumanob by **Mostaque Ahamed**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
First Published : September 2020

Price : 350.00
US $ 15

ISBN 978 984 95024 1 8

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.booklightbd.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৪০০৪০০৪০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

সুন্দর মন আর চমৎকার ব্যবহারের
প্রিয় মাসুদ করিম ভাইকে

অণুমানব বিপর্যয়

আমি যখন অণুমানব প্রায় শেষ করে এনেছি তখন আমি লাইবেরিয়ার পেবোতে জাতিসংঘ শান্ড়িরক্ষা মিশনে কর্মরত। হঠাৎই ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে। আমার ল্যাপটপের ভাইরাস গার্ড এক্সপায়ার করায় একটি গ্রাফিক্স সিডি থেকে ল্যাপটপটি ভাইরাস আক্রান্ড় হয়। আক্রমণটা এত ভয়ংকর ছিল যে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ল্যাপটপটি সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। কম্পিউটার চালু করলে আমি শুধু 'ব-ু স্ক্রিন' দেখতে পেতাম। আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। কারণ ল্যাপটপে আমার এতদিনের লেখা সকল বই-সহ অনেক গুর"ত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, বিভিন্ন জায়গায় তোলা ছবি, প্রিয় অডিয়ো ভিডিয়ো কালেকশন, বইয়ের প্রচ্ছদের অনেক ছবি-সহ আরো অনেক গুর"ত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত ছিল। এইসব ডকুমেন্ট আর ছবির অধিকাংশই দেশে আমার কম্পিউটারে ব্যাকআপ হিসেবে রেখে আসার জন্য কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পাই। কিন্তু খারাপ লাগতে থাকে অণুমানব বইটির জন্য। কারণ অণুমানব আমার অসম্ভব প্রিয় একটি বই। এদিকে লিখতেও পারছি না। কারণ আমি আমার অধিকাংশ বই সরাসরি ল্যাপটপে লিখি। ল্যাপটপ সারানোরও কোনো উপায় নেই। কারণ আমি যেখানে থাকি সেটা এমনই এক যুদ্ধবিধ্বস্ড় শহর যেখানে ইলেকট্রিসিটি পর্যন্ড় নেই। রাজধানী মনরোভিয়া প্রায় সাতশো কিলোমিটার দূরে এবং যেতে হয় হেলিকপটারে। আবার মনরোভিয়ায় গেলেও ডেটা রিকভারি করে নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করা সম্ভব কি না সেটাও নিশ্চিত ছিলাম না। অবশেষে আমার এক ঊর্ধ্বতন সহকর্মীর সাহায্যে গেলাম জাতিসংঘের আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানে সাইবার ইনফরমেশন এবং নেটওয়ার্কিঙের দায়িত্বে ছিল ভাড নামের ইসরায়েলি এক ভদ্রলোক। তাকে অনেক অনুরোধ করার পর সে রাজি হয় আমার ল্যাপটপটিকে ঠিক করে দিতে। সাতদিন পর সে আমার ল্যাপটপটিকে ফেরত দেয়।

এরই মধ্যে সে সম্পূর্ণ ল্যাপটপকে ফরম্যাট করে নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করেছে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। ল্যাপটপের সাথে আমাকে সে একটা এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক, যেটা আমি আমার এক সহকর্মী মাসুদ ভাইয়ের কাছ থেকে ধার করে তাকে দিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে বলে আমার ডেটা-সহ সকল তথ্য সে ঐ হার্ডওয়্যারে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। কথাটা শোনামাত্র আমার সে যে কী আনন্দ! এক্সটার্নাল হার্ডডিস্কের ফাইলগুলো আমি দ্র"ত পরীক্ষা করতে থাকি। যতই পরীক্ষা করতে থাকি ততই চুপসে যেতে থাকি। কারণ শুধু ফাইলের নামগুলো রিকভার হয়েছে, কিন্তু ফাইলের ভেতরের কিছুই রিকভার হয়নি। ভাইরাস দু-একটি গ্রাফিক্স ফাইল ছাড়া সব ফাইলের কনটেন্ট নষ্ট করে ফেলেছে। আমার মনটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে যায়। খারাপ মন নিয়েই আমি মাউসে নাড়াচাড়া করতে থাকি এবং হঠাৎই এক সময় ক্লিক করি অণুমানব ফাইলটির ওপর। প্রিয় পাঠক, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ফাইলটি সাথে সাথে ওপেন হয় এবং বিস্মিত হয়ে দেখি যে অণুমানবের শেষ যে শব্দটি আমি টাইপ করেছিলাম সেটি পর্যন্ড় অক্ষত আছে। আনন্দে তখন আমার চোখে পানি আসার অবস্থা! এই আনন্দ উপলব্ধি করেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম অণুমানবদের সত্যি আমি কতটা ভালোবাসি। ওরা যে ভালোবাসার মতোই! ওরা যে অসাধারণ! ওরা যে মহান! আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, আমার পাঠকেরা ঠিক আমার মতোই অণুমানবদের ভালোবাসবেন, হয়তো আমার থেকেও বেশি, ঠিক যেমনটি লায়ানা ভালোবেসেছিল অণুমানবদের।

মোশতাক আহমেদ
২১.০৯.২০০৮

মহাকাশ স্টেশন সিসিনের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে ছোট্ট একটি গানশিপ। গানশিপের সামনের সিটে বসে একদৃষ্টিতে সিসিনের দিকে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার নিক। তার সাথে আছে আরো তিনজন সামরিক নভোচারী। দুজন পুরুষ, চার্লস ও বাইক এবং একজন নারী জুলিয়েট। প্রত্যেকেই প্রশিক্ষিত, অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। মহাশূন্যে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও তাদের পর্যাপ্ত। পৃথিবীর পক্ষে যুদ্ধ করে অনেকবারই তারা আন্তঃমহাজাগতিক খেতাব লাভ করেছে। মহাজাগতিক সামরিক বাহিনীতে তাদের সুনাম সর্বজনবিদিত। তাইতো বিশেষ এই অভিযানের জন্য মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে। গত সাতদিন ধরে চলেছে প্রশিক্ষণ, তারপর আজকের এই অভিযান।

আজকের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ স্টেশন সিসিনকে ভিটিক গ্রহের প্রাণী ঘিঘিটদের দখল থেকে মুক্ত করা। কমান্ডার নিক আর তাঁর দলের সদস্যদের কাজ হবে মূল সামরিক স্পেসশিপ স্পিডোতে অপেক্ষারত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সিসিনে অবতরণে সহায়তা করা। এই কাজটিই গত ছয় মাসে করা সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর পক্ষ থেকে যতবারই সিসিনে অবতরণের চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই পরাজিত হতে হয়েছে পৃথিবীর সামরিক বাহিনীকে। পরাজয়গুলো সাধারণ কোনো পরাজয় ছিল না, ছিল খুবই ন্যক্কারজনক। প্রেরিত গানশিপগুলো ফিরে আসা তো দূরের কথা, ওগুলোর হদিস পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এবারও যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে কেউ যে ফিরে আসতে পারবে না এ ব্যাপারে কমান্ডার নিক এবং তার দলের সবাই নিশ্চিত।

ঘিঘিটরা অত্যন্ত উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। সার্বিক বিবেচনায়, বুদ্ধির

দিক থেকে ঘিঘিটরা মানুষের সমকক্ষ না হলেও পারমাণবিক বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, সামরিক জ্ঞান এবং কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্সে ঘিঘিটরা যে মানুষের সমকক্ষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয় এ সকল বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘিঘিটরা মানুষকেও ছাড়িয়ে গেছে। আর তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো সিসিনের দখল নেওয়া। কীভাবে যে ঘিঘিটরা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ স্টেশন সিসিনকে দখল করে নিল তা পৃথিবীর মানুষের কাছে এখনো রহস্যময়। ঘিঘিটরাই এখন পরিচালনা শুরু করেছে সিসিনকে, শুধু নিজেদের স্পেসশিপ আর গানশিপকে অবতরণ করতে দিচ্ছে। পৃথিবীর কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর স্পেসশিপকে নয়। আর এটাই হয়েছে পৃথিবীর জন্য বিপত্তির। পৃথিবীর সাথে অনেক গ্রহের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি দূরপাল□ার স্পেসশিপগুলোও এখন আর এ পথে চলাচল করছে না। কারণ তারা এখানে যাত্রাবিরতির জন্য কিংবা প্রয়োজনীয় জ্বালানির জন্য অবতরণ করত। এখন সে সুযোগ না-থাকায় অনেক গ্রহের প্রাণীর সাথেই পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এজন্য পৃথিবীকে ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এরকম আরো কিছুদিন চললে নিশ্চিত পৃথিবীর অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি এখন ঘিঘিটদের দখলে। কারণ সিসিনের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সর্বশেষ উদ্ভাবিত কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। ঘিঘিটরা যদি এই প্রোগ্রাম কিংবা প্রযুক্তির সবকিছু জেনে যায় তাহলে তারা পৃথিবী দখলেরও চেষ্টা করতে পারে। এটাই পৃথিবীর মানুষের সবচেয়ে বড়ো ভয়। তাইতো সিসিনের দখল ফিরে পেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে পৃথিবীর সবাই।

সিসিন থেকে গানশিপের দূরত্ব এখন প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার। কমান্ডার নিক খুব শীতল কণ্ঠে বললেন, জুলিয়েট, গতি কমিয়ে দাও।

জুলিয়েট গতি কমিয়ে দিয়ে বলল, কমান্ডার, আমরা ক্রিটিক্যাল জোনে প্রবেশ করেছি।

আমি বুঝতে পারছি। যে-কোনো মুহূর্তে মূল স্পেসশিপ স্পিডোর

সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এখন পর্যন্ড় কি যোগাযোগ আছে?

হ্যাঁ আছে। কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের দায়িত্বে থাকা বাইক উত্তর দিলো।

আর চার্লস, তোমার পর্যবেক্ষণ কী বলছে?

নতুন কিছু নেই কমান্ডার। সিসিনে অবস্থানরত ঘিঘিটরা আমাদের কোনো সংকেতেরই উত্তর দিচ্ছে না।

সিসিনের চারপাশে ফ্রিকোয়েন্সি বলয় কি সক্রিয় হয়েছে?

হ্যাঁ। আমরা আমাদের নিজেদের ফাঁদেই পা দিচ্ছি। এই ফ্রিকোয়েন্সি বলয় মানুষেরই সৃষ্ট যেটা কি না সিসিনের এক বিশেষ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। অথচ এখন আমরা নিজেরাই এই ফ্রিকোয়েন্সি বলয়ের বেড়াজালে আটকে পড়তে যাচ্ছি। এখানে প্রবেশ করামাত্র আমরা স্পিডোর সাথে যোগাযোগ হারাব।

তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। টেনে টেনে বললেন কমান্ডার নিক।

আমরা সবাই প্রস্তুত কমান্ডার। একসাথে বলল সবাই।

জুলিয়েট?

বলুন কমান্ডার।

তুমি সর্বোচ্চ গতিতে ছুটতে থাকো। আমি সরাসরি সিসিনে অবতরণ করতে চাই।

তাই হবে কমান্ডার।

মুহূর্তেই ছুটতে শুর" করল গানশিপ। মাত্র আট সেকেন্ডের মাথায় গানশিপটি সিসিনের চারপাশের ফ্রিকোয়েন্সি বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করল।

গানশিপটি ফ্রিকোয়েন্সি বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে জুলিয়েটের চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল গানশিপের সুইচগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। এরই মধ্যে মূল স্পেসশিপ স্পিডোর সাথেও যোগাযোগ হারিয়েছে তারা। সামনে মনিটরের রিডিংগুলোও এলোমেলো আসছে। গানশিপটিও কেমন যেন দুলতে শুর" করেছে।

জুলিয়েট আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, কমান্ডার, আমরা বোধহয় গানশিপেরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি।

হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে।

বাইক আতঙ্কিত চোখে বলল, কামন্ডার, আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সম্ভবত গানশিপের অভ্যন্ড়রে অক্সিজেন রিসাইক্লিঙে সমস্যা হচ্ছে। আমারও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বলল চার্লস।

আমি নিশ্চিত কেউ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। হতে পারে ঘিঘিটরা। চিৎকার করে উঠে বলল বাইক।

তারপরও আমরা নিয়ন্ত্রণ হারাব না। আমাদের শক্ত হতে হবে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল চার্লস।

কমান্ডার নিক অবশ্য কিছু বললেন না। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁরা যে ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন তা মোটেও স্বাভাবিক নয়। তাঁর দীর্ঘ যুদ্ধজীবনে কখনো তিনি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি। অনেকবারই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন, কিন্তু কোনোরকম কারণ ছাড়াই অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া, গানশিপের এমন ঝাঁকুনি খাওয়া, সামনের মনিটর কাজ না-করা, এতসব একসাথে ঘটেনি।

কমান্ডার নিক অনুভব করলেন তাঁর নিজেরও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আড়চোখে ডানদিকে তাকিয়ে দেখলেন বাইক, চার্লস দুজনের চোখই ঢুলুঢুলু। জুলিয়েটের মাথাটাও সামনের দিকে হেলে পড়েছে। তাঁর নিজের ঘাড়কে সোজা করে রাখার শক্তিও যেন তাঁর নেই। শেষবারের মতো চেষ্টা করতে যোগাযোগ মডিউলের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ড় আর পারলেন না। তার আগেই ঢলে পড়লেন বামদিকে।

কমান্ডার নিক কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলেন তা তিনি বলতে পারবেন না। অস্পষ্ট আর দুর্বোধ্য কিছু শব্দ শুনে চোখ মেলতে চেষ্টা করলেন তিনি। পিটপিট করে চোখ খুলতেই দেখতে পেলেন ঘিঘিটদের। সাথে সাথে ঝটকা দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন একটা চেয়ারের সাথে শক্ত করে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ঘিঘিটরা দেখতে অনেকটা বানরের মতো। তবে শরীর মানুষের অনুরূপ। মানুষের মতোই ঘিঘিটরা দুই পায়ে হেঁটে চলে এবং দুই

হাতে কাজকর্ম করে। মানুষের মতোই এরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে এবং জ্ঞানের চর্চা করে।

কমান্ডার নিককে চোখ খুলতে দেখে সামনে দাঁড়ানো ঘিঘিটটা এগিয়ে এসে পৃথিবীর ভাষায় বলল, কমান্ডার নিক, সিসিনে তোমাকে স্বাগতম।

কমান্ডার নিক বুঝতে পারলেন তিনি বন্দি হয়েছেন। তারপরও বললেন, তোমরা আমাকে এভাবে বেঁধে রেখেছ কেন?

ঘিঘিটটা এবার মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল, তোমার কাছ থেকে আমাদের অনেক তথ্য জানতে হবে তাই। তোমাকে বেঁধে না রাখলে তো তুমি আমাদের তথ্য দেবে না।

অন্যরা কোথায়? ঘিঘিটের কথার পাত্তা না দিয়ে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার নিক।

আছে, এখানেই আছে। তোমার সাথে তাদের সবার দেখা হবে।

আমি ওদের এখনই দেখতে চাই। জোর দিয়ে বললেন কমান্ডার নিক।

তুমি অবশ্যই ওদের দেখবে। তার আগে বলো সিসিনের মূল প্রোগ্রামে প্রবেশের পাসওয়ার্ড কী?

কমান্ডার নিক ভুর কুঁচকে বললেন, তুমি পাসওয়ার্ড দিয়ে কী করবে?

কী করব নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ। আমরা তোমাদের সিসিনকে দখল করেছি ঠিকই কিন্তু এর মূল প্রোগ্রামের গঠন সম্পর্কে জানতে পারছি না। কারণ আমাদের কাছে পাসওয়ার্ড নেই। যখন আমরা সিসিনকে দখল করি তখন ভুলবশত সকল প্রোগ্রামারকে হত্যা করেছিলাম। তখন আমাদের মাথায় আসেনি যে পাসওয়ার্ডটি আমাদের প্রয়োজন হবে। মূল প্রোগ্রামের পাসওয়ার্ডটি এখন শুধু পৃথিবীতে সংরক্ষিত আছে। আমাদের পক্ষে তো আর পৃথিবী দখল করা সম্ভব নয়! তাই তুমিই আমাদের ভরসা। তুমি এখন পাসওয়ার্ডটি বলো।

আমি জানি না। দৃঢ়কণ্ঠে মিথ্যা বললেন কমান্ডার নিক। পাসওয়ার্ড তাঁর জানা আছে। সিসিনের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে স্পিডোর ক্যাপ্টেন হাইক পাসওয়ার্ডটি তাঁকে জানিয়েছিলেন। অন্য কেউ অবশ্য

জানে না। এই পাসওয়ার্ড দিয়ে সিসিনের মূল প্রোগ্রামে প্রবেশ করে মূল প্রোগ্রামে অন্য একটি গোপন কোড নম্বর বসিয়ে দিলেই অকেজো হয়ে যাবে মূল প্রোগ্রাম। ফলে সিসিনের সকল কর্মকা অচল হয়ে পড়বে। এমনকি সিসিনের বাইরে প্রতিরক্ষাসংক্রান্ড় যে ফ্রিকোয়েন্সি বলয় আছে সেটাও অকার্যকর হয়ে যাবে। ফলে স্পিডোতে অবস্থানরত পৃথিবীর সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সহজেই সিসিনে পৌঁছাতে পারবে। তারপর সম্মুখযুদ্ধে ঘিঘিটদের পরাজিত করে দখল করে নেবে সিসিনকে। এরকমই ছিল মূল পরিকল্পনা।

কমান্ডার কিছু বলছেন না দেখে ঘিঘিটটা এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমরা মানুষেরা বড়োই বদ। কিছুই বলতে চাও না। আগে যেগুলোকে ধরেছিলাম সেগুলোও কোনো তথ্য দেয়নি। তুমিও না দেওয়ার চেষ্টা করছ। কিন্তু আমরা জানি, একদিন না একদিন এই পাসওয়ার্ড আমরা জানবই।

কমান্ডার নিক কিছু বললেন না। শুধু আড়চোখে ঘিঘিটটার দিকে তাকালেন।

ঘিঘিটটা এবার বলল, ঠিক আছে, দেখি তুমি কতক্ষণ থাকতে পারো। তোমার সামনেই তোমার সহকর্মীদের হত্যা করা হবে। এই বলে ঘিঘিটটা পাশে দাঁড়ানো অন্য একটা ঘিঘিটকে কিছু করার জন্য ইশারা করল।

দশ সেকেন্ডের মাথায় ঘিঘিটরা বাইককে হাজির করল। বাইককে দেখেই চমকে উঠলেন কমান্ডার। বাইকের শরীর রক্তাক্ত, বিভিন্নস্থানে জখমও আছে। অত্যাচারে অত্যাচারে বাইক এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পর্যন্ড় পারছে না। দুপাশ থেকে দুটো ঘিঘিট তাকে ধরে রেখেছে।

এতক্ষণ যে ঘিঘিটটা কমান্ডার নিকের সাথে কথা বলছিল এবার সেটা বলল, কমান্ডার, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমার সহকর্মী বাইকের জন্য আমরা অমানুষিক যন্ত্রণার ব্যবস্থা করেছিলাম। তোমার অন্যান্য সহকর্মীদেরও একই অবস্থা হয়েছে।

তোমরা এরকম করতে পারো না! চিৎকার করে উঠে বললেন কমান্ডার নিক।

অবশ্যই পারি। কারণ আমরাই মহাবিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রাণী। আমরা আমাদের নিষ্ঠুরতার জন্য গর্ববোধ করি। এই নিষ্ঠুরতা আছে বলেই আমরা আজ মহাবিশ্বে নিজেদের আধিপত্য বিস্ড়র করতে পারছি। যাইহোক, তোমার জানার জন্য বলছি তোমাদের গানশিপকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পরই সেটাকে সিসিনে অবতরণ করানো হয়। তারপর বন্দি করা হয় তোমাদের সকলকে। তোমাদের কাছ থেকে তথ্য আদায়েরও আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ড় আমরা সফল হইনি। স্বীকার করছি তোমাদের সহ্যক্ষমতা অসাধারণ। অবশ্য তোমাদের এই অসাধারণ সহ্যক্ষমতা তোমাদের ওপর অত্যাচার চালাতে আমাদেরকে আরো উৎসাহিত করেছে। কারণ তোমাদের যন্ত্রণা যে আমাদের আনন্দ প্রদান করে।

এই বলে ঘিঘিটটা একটা কিছু ইশারা করতেই পাশে দাঁড়ানো অন্য একটা ঘিঘিট নীল একটা আলোকরশ্মি বাইকের মাথার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলো। মুহূর্তেই বাইকের মাথাটা ঝুলে পড়ল সামনের দিকে। মুখ দিয়ে উহ্ শব্দ করারও সময় পেল না বাইক। কমান্ডার নিক বুঝতে পারলেন লেজার রশ্মি বাইকের মস্ড়িষ্ক ফুটো করে দিয়েছে। বাইক আর কখনো মাথা উঁচু করতে পারবে না।

ঘিঘিটটা এবার কমান্ডার নিকের আরো কাছে এসে বলল, কমান্ডার, তুমি কি এখনো আমাদের পাসওয়ার্ড বলবে না?

না। আমি মরে গেলেও না। চিৎকার করে বললেন কমান্ডার নিক।

অর্থাৎ তুমি পাসওয়ার্ড জানো এবং প্রথমে আমাদের মিথ্যা বলেছিলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পাসওয়ার্ড জানি। কিন্তু কোনোদিনও তোমাদের বলব না।

তুমি কি চাও বাইকের মতো তোমার অপর দুজন সঙ্গীরও মৃত্যু হোক?

আমার মৃত্যু হলেও আমি তোমাদের কখনো পাসওয়ার্ড জানাব না।

ঘিঘিটটা যেন খানিকটা বিরক্ত হলো। সে এবার ইশারা করতে কক্ষের মধ্যে একটা হলোগ্রাফিক স্ক্রিন ভেসে উঠল। সেই স্ক্রিনের

দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলেন কমান্ডার বাইক। স্ক্রিনে কাচের টিউবযুক্ত ছোট্ট একটা মিসাইলের মতো যন্ত্র দেখা যাচ্ছে। কাচের টিউবের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চার্লসকে। তবে চার্লস সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় আছে। বোঝা যাচ্ছে ঘিঘিটদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

ঘিঘিটটা এবার বলল, কমান্ডার, এখনো তোমার সুযোগ আছে। তুমি পাসওয়ার্ডটি আমাদের জানালে তোমার এবং তোমার সহকর্মীদের জীবন রক্ষা করতে পারবে।

আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কিত নই। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন কমান্ডার।

তাহলে তোমার পরিণতি হবে তোমার সহকর্মীদের চেয়েও ভয়ংকর। এই যে চার্লস তোমার সহকর্মী, তাকে আমরা এখন উন্মুক্ত মহাশূন্যে ছুড়ে মারছি। তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ চার্লসের শরীরে কোনো স্পেসশুট নেই। বায়ুশূন্য মহাশূন্যে পৌঁছানোর পর চার্লসের শরীরের কী হবে তা নিশ্চয় তোমাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

কমান্ডার নিক সত্যি হতাশ হয়ে পড়লেন। চোখের সামনে এভাবে সহকর্মীর মৃত্যু কারোরই সহ্য করতে পারার কথা নয়। তারপরও তিনি বললেন, তোমাদের কোনোকিছুই আমাকে প্রভাবিত করবে না।

ঘিঘিটটা এবার রেগে উঠে নিজস্ব ভাষায় কিছু বলতে মিসাইলটা ছুটতে শুর" করল। কমান্ডার শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মিসাইলটির দিকে। মিসাইলটি ছুটতে শুর" করতেই জ্ঞান ফিরে এলো চার্লসের। কাচের টিউবের মধ্যে চার্লস কিছু বুঝতে না পেরে আতঙ্কিত চোখে বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সে যখন তার অবস্থান বুঝতে পারল এবং আরো বুঝতে পারল তার মৃত্যু নিশ্চিত তখন সে চুপচাপ টিউবের মধ্যে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কমান্ডার নিক বুঝতে পারলেন চার্লস তার মৃত্যুকে বীরের মতোই গ্রহণ করেছে।

কমান্ডার ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুললেন। আর তখনই দেখতে পেলেন তার সামনে একটা স্বচ্ছ ক্যাপসুলের মধ্যে জুলিয়েটকে নিয়ে আসা হয়েছে। ক্যাপসুলটি দেখতে অনেকটা

কফিনের মতো, আর সম্পূর্ণ ক্যাপসুলের তিন-চতুর্থাংশ পানিতে ভরতি। জুলিয়েট কোনোমতে পানির ওপর মুখ তুলে রেখেছে। বোঝা যাচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট কষ্ট করতে হচ্ছে তাকে।

কমান্ডার নিকের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে ঘিঘিটটা এবার বলল, কমান্ডার, তুমি কি এখনো পাসওয়ার্ডটি বলবে না?

কমান্ডার কিছু বলার আগেই জুলিয়েট বলল, কমান্ডার, দয়া করে পাসওয়ার্ডটি কখনোই বলবেন না। কখনোই না। ঘিঘিটরা পাসওয়ার্ড জেনে গেলে সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি জেনে যাবে। সেক্ষেত্রে ওদের সাথে আমরা অনেকক্ষেত্রেই পেরে উঠব না। ঘিঘিটরা হয়তো পৃথিবী দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

কমান্ডার কিছু বললেন না। শুধু করুণ চোখে জুলিয়েটের দিকে তাকালেন। এই দৃষ্টিতে তিনি শুধু তাঁর অসহায়ত্বের কথা জানালেন।

জুলিয়েট এবার বলল, কমান্ডার আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি আপনার মনোবল শক্ত রেখেছেন। আমি আশা করছি আপনি সর্বদাই এমন থাকবেন এবং ঘিঘিটদের কোনো তথ্য প্রদান করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে কখনোই বিচলিত করব না। আমাকে যত যন্ত্রণা আর কষ্টই দেওয়া হোক-না কেন, আমার ওপর যত নিষ্ঠুর অত্যাচারই চালানো হোক-না কেন, আমি এতটুকু চিৎকার করব না। আপনি শুধু শক্ত থাকবেন কমান্ডার, শুধুই শক্ত থাকবেন।

কমান্ডার নিক অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ঘিঘিটরা, তোমরা কখনোই আমার সহকর্মীদের সাথে এ ধরনের আচরণ করতে পারো না। আন্তঃমহাজাগতিক আইনানুসারে কখনোই মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী, এমনকি যুদ্ধবন্দিদের ওপরও অত্যাচার করা নিষেধ।

ঘিঘিটটা এবার কুৎসিত একটা হাসি দিয়ে বলল, রাখো তোমার আইন। ঘিঘিটদের জন্য কোনো আইনই প্রযোজ্য নয়। তোমাকে আরো জানাচ্ছি যে জুলিয়েটকে যে পানিতে রাখা হয়েছে তার তাপমাত্রা মাত্র দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ কমান্ডার। এখনো রাজি হও। তা না হলে তোমার শেষ

সহকর্মীকেও হারাবে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপসুলের সম্পূর্ণ পানিকে বরফে পরিণত করব।

না! অসম্ভব! চিৎকার করে উঠে বললেন কমান্ডার।

সম্ভব এবং তা এখনই তোমাকে দেখাচ্ছি।

ঘিঘিটটা ইশারা করতে ক্যাপসুলের মধ্যে ধীরে ধীরে পানি বাড়তে শুরু করল। মুহূর্তের জন্য জুলিয়েটকে আতঙ্কিত দেখালেও পরের মুহূর্তেই কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিলো সে। এখন আর সে তার মাথাটাকে পানির ওপর তুলে রাখতে চেষ্টা করছে না। মৃত্যুকে খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত সে।

সম্পূর্ণ ক্যাপসুলটা যখন পানিতে ভরে গেল তখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জুলিয়েট। হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। কোথাও এতটুকু বেদনা বা কষ্টের ছাপ নেই। কমান্ডার নিক তাঁর সহকর্মীদের জন্য সত্যি গর্ব অনুভব করছেন।

এরই মধ্যে পানি বরফে পরিণত হতে শুরু করেছে। পানির তাপমাত্রা যে খুব দ্রুত নিচে নামছে তা ক্যাপসুলের থার্মাল ইন্ডিকেটর দেখে বোঝা যাচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে এক ডিগ্রি করে কমছে তাপমাত্রা। ক্যাপসুল ভরতি হওয়ার মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ পানিটুকু বরফে পরিণত হয়ে গেল। আর সেই বরফের মধ্যে জুলিয়েটের মুখে এখনো মিষ্টি হাসি। তবে এখনকার হাসি যেন আরো দ্যুতিময়, আরো গৌরবের, আরো অহংকারের।

ঘিঘিটটা এবার কমান্ডার নিকের দিকে ফিরে বলল, কমান্ডার, আমরা বুঝতে পারছি শতচেষ্টা করেও আমরা তোমার মুখ থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করতে পারব না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা তোমার মেমোরি রিড বা স্মৃতিপঠন করব। যদিও স্মৃতিপঠনে মানুষের মতো অতটা উন্নত আমরা নই, তারপরও চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী! আর তুমি তো জানো মস্তিষ্ক রিডিং কতটা যন্ত্রণার। আর তোমার ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণাটা বেশি হবে কারণ তোমাকে হত্যা না করেই আমরা তোমার মস্তিষ্ক রিড করব।

কমান্ডার নিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন ঘিঘিটরা

এখন তার ওপর অত্যাচার শুরু করবে। আর এই অত্যাচারের ভয়াবহতা যে কী হবে ভাবতেই শিউরে উঠলেন তিনি।

কমান্ডার নিক অনুভব করলেন হঠাৎই তার পাদুটো ইলেকট্রনিক আংটার মধ্যে আটকে গেল। হাতদুটোর ওপর চাপও আগের তুলনায় বাড়ল। পেছন থেকে একটা ঘিঘিট তার মাথার ওপর একটা হেলমেট পরিয়ে দিলো। তারপর বিশেষ একটা স্ক্রুতে চাপ দিয়ে হেলমেটটিকে মাথার মধ্যে শক্তভাবে বসিয়ে দিলো। এখন আর তিনি ইচ্ছে করলেও মাথাটাকে একচুলও নড়াতে পারবেন না। পেছন থেকে চওড়া একটা রিং এসে চেপে বসল গলার মধ্যে। তার চোখের সামনে বিশেষ একটা পোলারয়েড সানগ-াস পরিয়ে দেওয়া হলো যেখানে অনেকগুলো সেন্সর লাগানো আছে। সামনে এখন শুধু হাজার হাজার লাল নীল আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। শরীরের বিভিন্ন স্থানেও লাগানো হলো অনেকগুলো ইলেকট্রনিক সেন্সর।

কমান্ডার নিক লম্বা শ্বাস নিলেন। তিনি বুঝতে পারছেন তার পাশের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো চালু হতে শুরু করেছে। তার মাথার পেছনের কিছু চুল যে চেঁছে ফেলা হয়েছে সেটাও বুঝতে পারলেন তিনি। এখান দিয়েই তার মস্তিষ্কে সুঁইয়ের মতো চিকন সংবেদনশীল সেন্সর এবং রিডার প্রবেশ করানো হবে যেটা কি না তার মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারপরই শুরু হবে যন্ত্রণাময় স্মৃতিপঠন। ঘিঘিটরা তার মাথার সম্পূর্ণ স্মৃতি পড়ে নিয়ে সেখান থেকে মূল পাসওয়ার্ডটি বের করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তিনি জানেন ঘিঘিটরা এত সহজে পাসওয়ার্ডটি উদ্ধার করতে পারবে না। কারণ ঘিঘিটরা এখনো অতটা উন্নত হয়নি।

হঠাৎই মাথার পেছনে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করলেন কমান্ডার নিক। তারপরই বুঝতে পারলেন তার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করছে একটা কিছু। তীব্র ব্যথায় মুষড়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু এতটুকু নড়তে পারলেন না। তার শরীর চেয়ারের সাথে শক্ত করে বাঁধা। ভয়ানক যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে গলগল করে পানি বেরিয়ে এলো কমান্ডার নিকের। চোখের সামনে এখন আর নীল আলোগুলো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। সেখানে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। যন্ত্রণাটা এখন সহ্যক্ষমতার

বাইরে চলে গেছে। তার মনে হলো ধারালো পাবিশিষ্ট কোনো পোকা বুঝি তার মস্তিষ্কের সবকিছু ওলটপালট করে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পোকাটা ছুটছে আর চারদিকে কামড়াচ্ছে। অসহ্য, অসহনীয় যন্ত্রণা— ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শরীরে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কোথাও বাদ নেই। প্রতিটি কোষ যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। শরীরের সমস্ত শক্তিতে তিনি ঝাঁকি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো তার শরীর। এক সময় তার মস্তিষ্ক-সহ সম্পূর্ণ শরীর চলে গেল ঘিঘিটদের নিয়ন্ত্রণে।

প্রায় আধঘণ্টা পর নেতা ঘিঘিটটা পাশে দাঁড়ানো টেকনিশিয়ান ঘিঘিটকে বলল, কমান্ডারের সম্পূর্ণ মস্তিষ্কটুকু বের করে নাও। আমরা যখন স্মৃতিপঠনে আরো উন্নত হব তখন হয়তো এই মস্তিষ্ক আমাদের কাজে লাগবে। মনে রেখো মানুষের মস্তিষ্ক মহামূল্যবান।

টেকনিশিয়ান ঘিঘিট কোনো সময়ক্ষেপণ ছাড়াই কমান্ডার নিকের মস্তিষ্ক শরীর থেকে আলাদা করতে শুরু করল।